গার্মেন্টস শিল্পের পর সফল বাঙালী উদ্যোক্তাদের সামনে

কামাল আরসালান

নতুন চ্যালেঞ্জ– ডাটা এন্ট্রি শিল্প

বিগত কয়েক বছর ধরে কমপিউটার জগৎ-এ আন্তর্জাতিক ডাটা এন্ট্রি মার্কেটে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনার বিষয়টি বহুবার আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে সরকার ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কমপিউটার জগৎ-এর উদ্যোগে কয়েকটা সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় ডাটা এন্ট্রি শিল্পের গুরুত্বের বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। এসময় কোন কোন পত্রিকা এবং কয়েকজন তথাকথিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ডাটা এন্ট্রি শিল্প বলে কিছু নেই বলে অপপ্রচার চালিয়েছিলেন। সেসময় দেশে হাইস্পিড ডাটা ট্রান্সমিশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় বিষয়টির স্বপক্ষে বক্তব্য তেমন জোড়ালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

কিন্তু সে সময়ের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমানে দেশে ভিস্যাট ও অনলাইন ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ডাটা এন্ট্রির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রযুক্তি আমরা অর্জন করেছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্ববাজারে ডাটা এন্ট্রি মার্কেটের বর্তমান অবস্থা কি ? আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বিগত কয়েক বছর ধরেই আন্তর্জাতিক ডাটা এন্ট্রি মার্কেটে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাই ভারতের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলেই বর্তমান বিশ্ব ডাটা এন্ট্রি মার্কেটের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি ভারতের রপ্তানিমুখী আইটি সেক্টরে গুঞ্জন উঠেছে যে আন্তর্জাতিক বাজারে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেখানে আশানুরূপ ডাটা এন্ট্রির কাজ হচ্ছে না। উন্নত দেশগুলোর ডাটা এন্ট্রির কাজে ত্রিনিদাদ মাসে ৭ বিলিয়ন কারেক্টর, চীন দুই বিলিয়ন এবং ফিলিপিন্স ১ বিলিয়ন কারেক্টারের কাজ করছে। এক্ষেত্রে ভারতে বর্তমানে আসছে মাত্র ৬০ মিলিয়ন কারেক্টরের কাজ। স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের ধারণা ভারতে ৫-১০ বিলিয়ন কারেক্টরের কাজ করার জনবল আছে। ন্যাসকমের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত '৯৪ সালে ৮৮ কোটি রুপী এবং '৯৫ সালে ১৩৬ কোটি রুপির ডাটা এন্ট্রির কাজ করেছে। এবছর ডাটা এন্ট্রির কাজ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১০০% বৃদ্ধি পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক মার্কেটের ক্রমবর্ধমান ডাটা এন্ট্রি এবং ডাটা প্রসেসিং কার্যক্রম ভারতের সফটওয়্যার রপ্তানীতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো বিলিয়ন ডলারের ডাটা এন্ট্রির কাজ বাইরে পাঠাচ্ছে। আগে এ কাজগুলো যুক্তরাষ্ট্রেই করা হতো। কিন্তু বর্তমানে উন্নত ও সুলভ স্যাটেলাইট এবং ইমেজিং প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন শুধু স্ক্যানিংয়ের কাজটি যুক্তরাষ্ট্রে করা হয় এবং ডাটা এন্ট্রির সিংহভাগই চলে যাচ্ছে আয়ারল্যান্ড ত্রিনিদাদ, চীন, ফিলিপিন্স, ভারত ইত্যাদি দেশগুলোতে।

বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো এবং তাদের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মূলতঃ ডাটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে তিন ধরনের কাজের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন– পাবলিশিং, ভয়েস ট্রান্সক্রিপশন এবং অন-লাইনে তথ্য সংগ্রহ। পাবলিশিং এর মধ্যে রয়েছে বই ও ম্যানুসক্রিপ্টের কাজ। (যেমন আইন বিষয়ক বই সিডিরমে অন্তর্ভুক্তির বিরাট কাজ জমে আছে)।

যুক্তরাষ্ট্রের মেডিক্যাল ডাটা এন্ট্রির কাজে নিয়োজিত মাদ্রাজভিত্তিক একটি কোম্পানির প্রধান নির্বাহী অফিসার অশোক গিরি জানিয়েছেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠান মাত্র দুবছর কাজ করার পরে এখনই তাঁরা নতুন আরেকটা ইউনিট খোলার উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়েছেন। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানে গেলে দেখা যাবে কানে হেডফোন লাগিয়ে ট্রান্সক্রিপশনিস্টরা প্রয়োজনীয় ট্রেনিং নিচ্ছে, তারা যেন দিনের বেলা যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তারদের ডিক্টেট করা রোগীদের রোগের বিবরণ (কেস হিস্ট্রি) শুনে নির্দিষ্ট ছকে (ফরম্যাটে) তার তথ্যাবলির ডাটা এন্ট্রি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সময়ের পার্থক্যের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে উপগ্রহের মাধ্যমে ট্রান্সমিশন ও ডাউনলোডিংয়ের কাজ করা হয়। প্রতিদিন ৭৫০ থেকে ১০০০ লাইনের কাজ করা হচ্ছে।

অশোক গিরি আরও বলেছেন যে, মেডিক্যাল ডাটা ছাড়াও বিভিন্ন সেক্টরের ডাটা এন্ট্রির কাজ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলোর ডাটা এন্ট্রির কাজের বিষয় উল্লেখ করেন। ইনসিওরেন্স রিসিপ্টের পোষ্টিংসহ যাবতীয় তথ্যের ডাটা এন্ট্রির সম্যক ধারণা ভারতীয় অপারেটরদের আছে বিধায় তিনি অত্যন্ত আশাবাদী যে অল্প সময়ের মধ্যেই এই সেক্টরের ডাটা এন্ট্রির কাজ ভারতে আসবে। আইন বিষয়ক বিভিন্ন কাজ যেমন বিচার ও আইন বিষয় ডকুমেন্টের ডাটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের কারণে একাউন্টিং, বিলিং এবং হসপিটাল ইনসিওরেন্সেরও বহু কাজ যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো খরচ কমানের জন্য বাইরে পাঠাতে উদ্যোগী হয়েছে।

অশোক গিরি অন্যান্য উদ্যোক্তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে বলেছেন যারা এই ধরনের ট্রান্সক্রিপশন/ডাটাপ্রসেসিং ইউনিট প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী তাদেরকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা দিবেন। সকলের জন্যই এখানে বিপুল সম্ভাবনা আছে।

মাদ্রাজের আরেকটা ডাটা এন্ট্রি প্রতিষ্ঠান ভেত্রী (Vetri) একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রমকে কাজে লাগাবার উদ্যোগ নিয়েছে। কোম্পানির নিজস্ব ৪০০ অপারেটর ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও ৩০০ অপারেটরের মাধ্যমে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কোম্পানির বাইরের অপারেটরদের মধ্যে মহিলা ও প্রতিবন্ধিদের সংখ্যাই বেশি। ভেত্রীর মূল কাজের ৩৫% করানো হয়ে থাকে এই সব স্থানীয় অপারেটরদের মাধ্যমে।

"ভেত্রী" কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিষ্ঠানকে সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সার্ভিসের ওয়ান স্টপ শপ হিসাবে গড়ে তুলেছেন। ডাটা এন্ট্রি তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশবিশেষ মাত্র। ডাটা এন্ট্রি ছাড়াও তারা সিডিরম পাবলিশিং, ইনফোবান পাবলিশিং এবং সফট-ওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ করছেন। ইমেজিং ও স্ক্যানিংয়ের কাজ সরবরাহের উদ্যোগও তারা গ্রহণ করছেন।

আশোক গিরির প্রতিষ্ঠানের মতো মাদ্রাজে ও ব্যাঙ্গালোরে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান ডাটা প্রসেসিং ও ভয়েস ট্রান্সক্রিপশনসহ পর ডাটা এন্ট্রির কাজে নিয়োজিত আছে। কয়েকটা প্রতিষ্ঠান যেমন ব্রহ্মা সফটেক আরও বড় আকারে ডাটা এন্ট্রির কাজ করছে। স্থানীয় প্রযুক্তি উদ্যানে *(কমপিউটার জগৎ, আগস্ট '৯৬ দ্রঃ)* অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধিক কুশলী বিভিন্ন সিফটে কর্মরত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অনলাইনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে ডাটা সংগ্রহ ও প্রসেসড ডাটা পাঠাবার কাজে এই প্রতিষ্ঠানটা সব সময়ই কর্মমুখর থাকে।

ব্যাঙ্গালোরের প্রযুক্তি উদ্যানের পরিচালক ডি নাইডু লক্ষ্য করেছেন যে, বিগত কয়েক বছরে সফটওয়্যার রপ্তানীর পরিমাণ ৫০- ৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হল যে সংশ্লিষ্ট বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের- বিশেষ করে ডাটা প্রসেসিং-এর কাজ আসছে। তথ্য আদান-প্রদানের নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বিরাজ করায় এই নতুন সুযোগগুলো চলে আসছে। এর ফলে তারা আশাবাদী যে ভারতের রপ্তানিমুখী ডাটা এন্ট্রি শিল্প প্রতিবছরে ৫০০% হারে আগামী চার বছর বৃদ্ধি পাবে। ভারতের অন্যতম বৃহৎ ডাটা এন্ট্রি প্রতিষ্ঠান ফিলিপস কর্পোরেট আশা করছে যে ২০০০ সাল নাগাদ তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে ২,০০,০০০ লোকের কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হবে। ভারতের সফটওয়্যার রপ্তানি শিল্পের সাফল্যের মূলে রয়েছে ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী কমপিউটার কুশলীদের পর্যাপ্ততা, উন্নত টেলিযোগাযোগ ও ডিস্যাটের সুবিধা এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল সময় পার্থক্য ইত্যাদি।

ভারতের একটি ডাটা এন্ট্রি শিল্পে কর্মরত এক ঝাক তরুণ-তরুণী

A lucrative entry

Companies in the South are emerging as a base for data entry exports

Meena Kalyanam, a 24-year-old postgraduate in English takes a bus everyday from her Madras residence to work for a doctor in the Dartmouth Hitchcock Psychiatry Associates of New Hampshire. The 22-year-old Akila Vaidyanathan, a graduate in nutrition and dietetics, also works for a US doctor, as do a hundred other trained women transcriptionists. They represent a growing phalanx of 'telecommuters', working from the Taramani suburb's software park, Elnet. Nittany Decision

B.B. Naidu, joint director of STP, Bangalore's software park feels, "The offshore development content of software exports has grown from 50 to 80 per cent in the last few years. It has also brought in new business opportunities, mainly data processing. Reliable communication links have opened up the transcription segment, as well as digitising jobs, software customer support, and back office operations for the global finance or travel industry." He adds that, as and when the telecom policy allows the freedom of 800

ভারতের ব্যবসা সংক্রান্ত শীর্ষ স্থানীয় পত্রিকা 'বিজনেস ওয়ার্ল্ড'-এ প্রকাশিত সম্ভাবনাময় ডাটা-এন্ট্রি শিল্প সম্পর্কিত প্রতিবেদনের একাংশ।

উপরে আন্তর্জাতিক মার্কেটে ডাটা এন্ট্রির সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং ঐ লাভজনক শিল্পে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আসার জন্য ভারতীয় প্রচেষ্টার বিবরণ দেয়া হল। ৯৬ সালের শেষ প্রান্তে এসে এবার দেখা যাক বাংলাদেশে ডাটা এন্ট্রি শিল্প কি পর্যায়ে আছে। দেশের বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প ইত্যাদিতে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত তথ্যের ডাটা এন্ট্রির কাজ চলছে। তাই বলা যায় যে দেশীয়মানের কিছু সংখ্যক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের একটা দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠেছে। এছাড়া বিগত বছরে ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প চলাকালে সম্ভবতঃ পাঁচ হাজার তরুণ-তরুণী স্বল্প ট্রেনিং ও কিছু ডাটা এন্ট্রির কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল। তবে এদের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দিয়ে বড় আকারের আন্তর্জাতিক ডাটা এন্ট্রির কাজ করা যাবে না। প্রথমে ট্রেনিং দিয়ে তাদের কর্মদক্ষতাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। বর্তমানে দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে বিদেশী ডাটা এন্ট্রির কাজ করছেন। তাদের কাজের পরিধি খুবই সীমিত (১০ হাজার ডলার থেকে ৫০ হাজার ডলারের মত)। শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি না পেলে, প্রকাশ্যে ডাটা এন্ট্রির কাজ করতে না পারলে দেশে সুষ্ঠুভাবে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে উঠবে না।

প্রবাসী ভারতীয় কমপিউটার কুশলীরা ভারতের ডাটা এন্ট্রির শিল্পের বিকাশে ভূমিকা পালন করছে। বস্তুতঃ তাদের মাধ্যমেই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে দ্রুত বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশেও ডাটা এন্ট্রি শিল্পের বিকাশে প্রবাসী ও স্থানীয় বাংলাদেশীদের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর আস্থা অর্জন করে কাজ পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হবে। একইভাবে একক প্রচেষ্টায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে ডাটা এন্ট্রি শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে চাইলে হয়ত তারা স্থানীয় কুশলীদের ম্যানেজমেন্ট এবং সরকারী সংস্থার আমলাতান্ত্রিক সমস্যার জটিলতায় প্রজেক্ট চালু রাখতে সক্ষম হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহাখালীতে সম্পূর্ণ প্রবাসীদের উদ্যোগে করা একটি বড় ডাটা এন্ট্রি প্রজেক্ট কিছুতেই সাফল্যের মুখ দেখতে পেল না। প্রচুর বিদেশী কনট্যাক্ট থাকা সত্ত্বেও দেশীয় প্রতিকূলতার কারণে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত আকারে চলছে। অন্যদিকে স্থানীয় উদ্যোক্তারাও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আস্থা অর্জনে তেমন একটা সুবিধা করতে পারছেন না।

বাংলাদেশে ডাটা এন্ট্রির উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি এক ঝাঁক তরুণ-তরুণীর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে "বাংলাদেশ ডাটা এন্ট্রি এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন"। এই প্রতিষ্ঠানটির উপদেষ্টা কমিটিতে দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কমপিউটার ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে ভিস্যাট ও অনলাইন ইন্টারনেট সার্ভিস চালু হওয়ায় এখন যে কেন বাংলাদেশী ডাটা এন্ট্রি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় ডাটা এন্ট্রি কোম্পানিগুলোর মতই তথ্য আদান-প্রদানের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পাবে।

যেহেতু প্রতিবেশী ভারত এই শিল্পে অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে, তাই নবীন উদ্যোক্তরা অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে ডাটা-এন্টির কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

বিদেশী ক্রেতাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করার চাপে দেশের গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডাটা এন্ট্রি এবং পে-রোল, ইনভেন্টরি, এলসি সংক্রান্ত কার্যক্রমে সফটওয়্যার ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গার্মেন্টস শিল্পের উদ্যোক্তারা দাবী করেন যে তাঁরা দেশের শিল্পাঙ্গনে এক সফল অধ্যায় তৈরি করেছেন। তাদের এই দাবী অস্বীকার করা যাবে না। তাই আমরা আশা করব যে এই সফল উদ্যোক্তাদের যেহেতু ডাটা এন্ট্রিসহ আইটির বিভিন্ন ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিতি আছে, তাঁরা গার্মেন্টস শিল্পের মাধ্যমে বহু বিদেশী ক্রেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং রপ্তানিমুখী বাজারের ও বেশি শ্রমিকের ফ্যাক্টরী চালাবার ম্যানেজারিয়াল অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা এগিয়ে আসবেন দেশে বিরাট সম্ভাবনাময় ডাটা এন্ট্রি শিল্প উদ্যোগে এবং সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাকসেস ষ্টোরি– ডাটা এন্ট্রি শিল্প। ●

তথ্য সূত্র ঃ বিসনেস ইন্ডিয়া, অক্টোবর ৭-২০, ১৯৯৬।

MEGA

MEGA MULTIMEDIA PCs From CANADA

GREAT DEAL ... HOT SALE ... BIG SAVE ...

SPECIAL MULTIMEDIA SYSTEM

MEGA PENTIUM 133 MHz TK. 74,500/-

Ready Stock

PENTIUM 100 MHz
TK. 65,500/

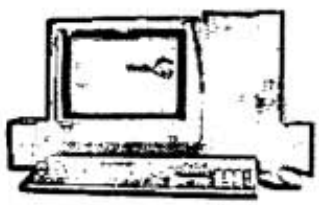

3 WARRANTY

ALL SYSTEM INCLUDE

* PCI motherboard, Intel triton chip set
* 8 MB Ram, Simm 72 pin exp. to 128 MB
* 1.08 GB Hard Disk (10ms)
* 1.44 MB (3.5") Floppy Drive
* SVGA 14" NI 0.28mm Colour Monitor
* 6x/8x speed enhanced IDE CD-ROM
* Sound card 16 bit stereo sound blaster
* Multimedia shielded speaker
* MS-DOS/Windows 95 pre-loaded
* Directly imported from CANADA

Exclusive Distributor

MULTILINK INT'L CO., LTD.
71, Motijheel C/A, (3rd Floor), Dhaka, Bangladesh.
Tel : 9564469, 9564470 Fax : 880-2-9568864 E-mail : multilnk@bangla.net

Step in MULTILINK and always enjoy big savings.